Q) Analyze the effects of partition (1947) on Indian Football.

স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় তথা বাংলার ফুটবলে এক নতুনতর সামাজিক প্রভেদ, ক্লাবদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। বাংলাদেশে ১৯৪৭ এর প্রাক্কালে ও পরবর্তীকালে শরনার্থী সমস্যার উদ্ভবের ফলে পশ্চিমবঙ্গীয় 'ঘটি' এবং 'বাঙ্গাল'- দের মধ্যে এক দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। আর এই দ্বন্দ্ব ফুটবল মাঠে দুই জনপ্রিয় দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল- এর ময়দানী লড়াইয়ের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। বিপরীতমূলক জাতিসত্বা, সাংস্কৃতিক প্রভেদ এবং আবেগের সাযুজ্যকে ভিত্তি করে গঠিত দুই প্রধানের লড়াই বৃহত্তর অর্থে বাঙ্গাকি সমাজ ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। এই ফুটবল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও প্রসার মূলত সামাজিক ও উপপ্রাদেশিক বিভেদকে কেন্দ্র করে ঘটলেও ক্রমে তা এক তীব্র ক্লাব সংঘাত তথা সমর্থক দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে। এর ফলে ফুটবল মাঠে হিংসা ও মারদাঙ্গা এক সময় নিয়মিত বৈশিষ্ট্যে পরিনত হয়। ১৯৮০ সালকে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে দুই দলের এক আপাত গুরুত্বহীন লীগ ম্যাচকে কেন্দ্র করে ময়দানী হিংসায় পদপিষ্ট হয়ে ১৬ জন সমর্থকের মৃত্যু ছিল এরই চূড়ান্ত রূপ। বর্তমান কালেও মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গক ক্লাবের ও তার সদস্যদের মধ্যে একই ধরনের বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায় যেটি ভারতভাগেরই ফল হিসেবে বিবেচিত হবে।

অতএব, এটা লক্ষ্যনীয় যে, দেশভাগের প্রভাব কিভাবে একটি দেশের ক্রীড়া জগতকে নিয়ন্ত্রন করে চলেছে। বেশীরভাগ ঐতিহাসিকই মনে করেন যে, দেশভাগ ভারতকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছে।

Scanned by CamScanner